জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১৫ পৌষ ১৪৩০, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার

সহযোগিতায়:

তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

"প্রবাসীর কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার।"

বিশ্বের ১৭০ টিরও অধিক দেশে বসবাসরত প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশির অর্জিত সাফল্য এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা রূপায়ণে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তিনি বলেছিলেন,"---- আছে শুধু আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাই"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি হবে এই জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনা এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যেকোনো ব্যক্তি বাংলাদেশি বলে বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত বাংলাদেশিদের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষ করে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশি ও ডায়াসপোরা

'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' অনুযায়ী প্রবাসী (Expatriate) বলতে ডায়াসপোরা (Diaspora) ও অভিবাসী কর্মী (Migrant Worker) উভয়কেই বুঝায়। আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ডায়াসপোরা হচ্ছে "অভিবাসী অথবা অভিবাসীর বংশধর, যাদের পরিচয় এবং একাত্মতার অনুভূতি, প্রতীকি বা বাস্তব যাই হোক না কেন, তাদের অভিবাসনের পটভূমি ও অভিজ্ঞতার আলোকে রূপায়িত হয়ে থাকে। মাতৃভূমি ও গন্তব্য দেশের সাথে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে গন্তব্য দেশে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, পরিচয় ও দুদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সম্পর্ক। 'জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি (খসড়া)' অনুসারে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা হচ্ছেন সেসকল বাংলাদেশি ব্যক্তি যারা অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন অথবা নাগরিকত্বের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে অথবা অন্য কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অথবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত হিসেবে অন্য কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন বা বেড়ে উঠেছেন।

মাতৃভূমি ও গন্তব্য দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ অবদান এবং উভয় দেশের কৌশলগত বৈদেশিক নীতিতে 'soft power' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর থেকে বিশ্বব্যাপী ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী একটি বিশেষ ক্ষমতাশালীস্বত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চীন ও ভারতের ডায়াসপোরাগণ তাদের মাতৃভূমির উন্নয়নে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে। একটি আন্তঃদেশীয় গোষ্ঠী/সম্প্রদায় হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রূপায়ণেও ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ অরাষ্ট্রীয়স্বত্তা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে। ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান

বিশ্বায়ন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উদারীকরণ, যাতায়াত ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে সময় ও দুরত্ব কমে যাওয়ার ফলে মাতৃভূমির সাথে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে। শুধু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নয়, মাতৃভূমির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেও ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর ভূমিকা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী মাতৃভূমি ও গন্তব্য দেশের সম্পর্কসেতুর একটি "অত্যাবশ্যকীয় সোপান" এ পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাগণও এদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই; বরং বাংলাদেশের বিদেশ নীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কৌশলগত সম্পদ ও অংশীদার হিসেবে তাদের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াসপোরাদের এই প্রগতিশীল ভূমিকা অনুধাবন করে সরকার তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত ৩০ ডিসেম্বর 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশির মধ্যে প্রায় ২৪ লক্ষ ডায়াসপোরা রয়েছে, যার অধিকাংশই বসবাস করছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে। রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ আকারে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর অর্থায়ন বাংলাদেশকে তার বৈদেশিক রিজার্ভ সংকট মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করছে। তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কখনও মধ্যস্তত্তাকারী, কখনও সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ওয়্যারলেস প্রযুক্তিসহ অনেক উদ্ভাবনী খাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বিনিয়োগে বিশেষ অবদান রেখে তারা বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে চলছে।

প্রবাসী বাংলাদেশি: কৌশলগত সম্পদ

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশি ডায়াসপোরা ও অভিবাসী কর্মীদের সম্পৃক্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশি বিশেষ করে ২৪ লক্ষাধিক ডায়াসপোরা বিদেশে তাদের অর্জিত দক্ষতা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে, যা দেশে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য অনুপ্রেরণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যদিও অভিবাসনের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিচারে তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে, তথাপি তারা নিজেরা বাংলা মায়ের সন্তান হিসেবে "বাংলাদেশি" চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের সাথে একটি নিবিড় সাংস্কৃতিক ও সংবেদনশীল বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এদের বিশেষ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। বিশেষভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের যেসকল শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন তারা বাংলাদেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তদ্রুপ, ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর মেধাবী যুব সমাজ বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে পার্টনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসকারী যেসকল বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত সফল উদ্যোক্তা বিশ্ব অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকেন তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সংহত করার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করতে পারেন। তদুপরি, গন্তব্য দেশে সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। উল্লেখযোগ্য যে, ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর উপরে বর্ণিত প্রত্যাশিত কার্যক্রমগুলো সরাসরি বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সম্পর্কিত।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নীতি কাঠামো

'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এবং 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এ প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুরক্ষা, অবদান ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ সালের নীতিতে বাংলাদেশের উন্নয়নে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগে প্রণোদনা প্রদান, সামাজিক নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক প্রতিবছর বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী, বৈধ চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী এবং বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক-এই তিন ক্যাটাগরিতে প্রবাসী বাংলাদেশিকে 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' বা সিআইপি (এনআরবি) সম্মাননা প্রদান করে থাকে।

'জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি (খসড়া)' এ ডায়াসপোরা কূটনীতি ও কূটনৈতিক সক্ষমতা জোরদার করা, প্রবাসীদের সমন্বিত ও হালনাগাদ তথ্য বাতায়ন বিনির্মাণ করা, জাতীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ডায়াসপোরাদের সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, নেটওয়ার্কিং ও অধিপরামর্শ, বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুঁজি সংগঠিত করা, নিরাপদ অভিবাসী কর্মী অভিবাসনে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক, ডায়াসপোরাদের মানবপুঁজি সংগঠিত করা, দক্ষতা বিনিময়, দক্ষতা সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক পুঁজি সংগঠিত করা, বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, ডায়াসপোরা পর্যটন উৎসাহিত করা, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

অভিবাসন খাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত সহযোগিতা, সংহতি ও সামষ্টিক শক্তি প্রবাহ অত্যন্ত জরুরি। প্রবাসী বাংলাদেশিদের শ্রম-ঘামে উন্নত হচ্ছে দেশ, নিশ্চিত হচ্ছে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি। সেকারণে সম্ভাবনাময় অভিবাসন খাতে অধিকতর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন; প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি এবং সামষ্টিক শক্তি সঞ্চার। বিশ্বব্যাপী মজুরী বৈষম্য, চাকুরীর অনিরাপত্তা, মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিরতা, উচ্চ অভিবাসন ব্যয়, দক্ষতাবিহীন অভিবাসন, নিরাপদ অভিবাসনে মধ্যস্বত্বভোগীদের তৎপরতা-এক্ষেত্রে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে-ডিজিটাল প্রযুক্তির অবলম্বনে এগিয়ে যাচ্ছে অভিবাসন খাত। জাতীয় প্রবাসী দিবসের বিশেষ দিক হলো এখানে অভিবাসী কর্মীদের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রবাসী (ডায়াসপোরা) জনগোষ্ঠীর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান। ডায়াসপোরাগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগসহ নিকট অত্মীয়দের বরাবরে নিয়মিত রেমিট্যান্স পাঠিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছেন। গন্তব্য দেশেও ডায়াসপোরাদের সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠিত ডায়াসপোরাগণ যেকোন প্রয়োজনে প্রবাসী বংলাদেশী কর্মীদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। বাংলাদেশ হতে বর্তমানে বিশ্বের ১৭০ টিরও বেশি দেশে কর্মী গমন করছে কিন্তু মাত্র ২৯ টি দেশে শ্রম উইং রয়েছে, যা বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে খুবই অপ্রতুল। এ সমস্যা নিরসনে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের মধ্যে আগ্রহী এবং অভিবাসনের কাজে অভিজ্ঞদের নিয়ে দেশভিত্তিক ডায়াসপোরা সংগঠন সৃষ্টি এবং অভিবাসী স্বজন (Honorary Consular) মনোনীত করা যেতে পারে। এতে গন্তব্য দেশের নিয়োগকর্তার সাথে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি, কর্মী এবং সরকারি সংস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে নতুন শ্রমবাজার তৈরি ও অভিবাসন খাত আরও টেকসই, নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও নিয়মতান্ত্রিক হবে।

সমাপনী প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের শক্তিশালী অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত হয়নি। এজন্য বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক নীতি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করবে। অমিত সম্ভাবনায় উজ্জ্বল অভিবাসন খাতে দক্ষতা, সক্ষমতা, নৈতিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে শক্তি, সহমর্মিতা ও সাহস প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি (খসড়া)' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন অনেকটাই নিশ্চিত হবে। প্রথম 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অগ্রযাত্রা নতুন মাত্রায় উন্নত গন্তব্যে পৌঁছবে-এই আমাদের প্রত্যাশা।



মীর খায়রুল আলম
অতিরিক্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৫ পৌষ ১৪৩০
৩০ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'প্রবাসীর কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি এবং সঠিক ও সময়োপযোগী কূটনৈতিক তৎপরতায় স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবাসীরা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিদেশের মাটিতে জনমত সৃষ্টিসহ মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। আজও তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সাফল্যের সাথে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পৃক্ত। প্রবাসীরা বিভিন্ন মানব-হিতৈষী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন। প্রবাসী এবং অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভকে মজবুত এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সরকার প্রবাসীদের জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ প্রেক্ষিতে প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করাসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করতে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' পালন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। অভিবাসী বাংলাদেশি ও অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচি এবং একটি ডায়াসপোরা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' এর সফল বাস্তবায়নের পথ পরিক্রমায় 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে দেশের জনগণের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ এবং প্রবাসী সংগঠনগুলো বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের সাফল্যগাঁথা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ পৌষ ১৪৩০
৩০ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃতির পাশাপাশি তাদেরকে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এ বছর থেকে ৩০ ডিসেম্বরকে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' এর প্রতিপাদ্য "প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' উদ্‌যাপনের এ শুভ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী এবং কর্মরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, বৈদেশিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করতে প্রবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বিশ্বের ১৭০টিরও বেশি দেশে বিপুল সংখ্যক অনিবাসী বাংলাদেশি এবং শ্রম অভিবাসনের আওতায় বাংলাদেশি কর্মী অবস্থান করছেন।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমি তাদের অবদান আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রবাসী ভাইবোনেরা প্রতিবছরে গড়ে প্রায় ১৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই পরিমাণ ছিল ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকার সেবা প্রদান ডিজিটাল ও সহজতর করেছে। সুষ্ঠু, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে ৩ হাজার ৯শত কোটি টাকা। আমাদের সরকার প্রবাসী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের সার্বিক কল্যাণে ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, গ্রীস, বাহরাইন এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী স্কুল পরিচালনায় ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও রেমিট্যান্স প্রেরণ, শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও দেশীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সাল থেকে আমাদের সরকার প্রতিবছর অনিবাসী বাংলাদেশিদের 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি)' সম্মাননা প্রদান করছে।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের বিশেষায়িত নেটওয়ার্ক, বিনিয়োগ ও দক্ষতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নে যেন আরও বহুমাত্রিক ভূমিকা রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা 'জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৩' প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছি। দেশের সঙ্গে প্রবাসীদের আরও নিবিড় ও অর্থবহ সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' ঘোষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আশা করি, আমাদের সরকারের এই উদ্যোগে প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজেদের আরও বেশি সম্মানিত বোধ করবেন।

আমি 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মত বিদেশে অবস্থিত প্রবাসীদের স্বদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে সম্পৃক্ত করার জন্য ও তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পালিত এ দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিবসটি উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে স্থানীয় প্রবাসীদের সমন্বয়ে ও সহযোগিতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রবাসীদের উন্নয়ন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ, নিরাপত্তা এবং অধিকার সুরক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একযোগে কাজ করে চলেছে।

প্রতিদিন ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিদেশস্থ সকল দূতাবাসে বাংলাদেশের বিদেশ গমনেচ্ছুক বা বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ ও ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন রকম সেবা নিতে আসেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সেবা অনলাইনভিত্তিক করেছে এবং সকল সেবাসমূহ দ্রুততর ও অনলাইনভিত্তিক করার জন্য Smart Consular Counter চালু করেছে।

বিদেশে প্রবাসীরা কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রবাসীদের প্রত্যাবাসন, পাসপোর্ট ও ট্রাভেল পারমিট প্রদান, বিভিন্ন ডকুমেন্টস সত্যায়ন, প্রবাসীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা, বিদেশে বাংলাদেশি স্কুলসমূহ পরিচালনা, দ্বৈত নাগরিকত্ব ও নাগরিকত্ব পরিত্যাগ, অনিয়মিত বাংলাদেশিদের নিয়মিত করার ব্যাপারে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, ২৪ ঘন্টা হট-লাইন সেবা, নারী কর্মীদের জন্য সেইফ হোম, বিভিন্ন মতবিনিময় সভা এবং দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে কনস্যুলার সেবা চালুসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রবাসী সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে প্রবাসীদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে।

প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে সার্বিক অবদান রাখছে। আমি অনুরোধ করবো- প্রবাসীগণ তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ উপায়ে দেশে প্রেরণ করবেন, অবৈধ উপায় পরিহার করবেন। প্রবাসীদের কর্ম সুরক্ষা ও উন্নয়নে সকল সহযোগী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একটি বৃহৎ উদ্দেশ্যকে সাম